সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পালি সাহিত্য : নৈতিক জীবনবোধ

Vol. 36 | No. 2 | 1993

Check for updates

Volume	36
Issue	2
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সুমঙ্গল বড়ুয়া
Published online	February 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v36i2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i2.8
Pages	177-190
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

পালি সাহিত্য : নৈতিক জীবনবোধ

সুমঙ্গল বড়ুয়া

পালি সাহিত্যের ভিত্তি হচ্ছে নৈতিক জীবন গঠনের সাধনপ্রণালী। বৌদ্ধ সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে শীলকে (নৈতিক শিক্ষা) বাদ দিয়ে প্রজ্ঞা ও সমাধি লাভ হয় না। এ তিনটির প্রত্যেকটি একে অপরের পরিপূরক। গৌতম বুদ্ধ যে ধর্মের সন্ধান দিয়েছিলেন তা মহাসাধনার সিদ্ধফল। তিনি ব্যক্তির সীমা অতিক্রম করে বিশ্বসরাচরের সকলের জন্য কল্যাণধর্ম প্রচার করেছিলেন। মহাবগ্‌গ, সুত্তবিভঙ্গ, পাতিমোক্‌খ, দীঘ-নিকায়, মজ্‌ঝিম নিকায়, ধম্মপদ, সুত্তনিপাত প্রভৃতি গ্রন্থে ভিক্ষু ও গৃহীদের আপন আপন চিত্তের উপর সংযম ও স্মৃতি জাগরুক হবার সম্যক উপদেশ রয়েছে। কারণ বুদ্ধ জানতেন, ক্লিষ্টচিত্ত সত্ত্বকে অসৎকর্মের দিকে ধাবিত করে। শীল বা চারিত্রিক শিক্ষায় সংযত মানুষকে পাপভীরু করে তোলে—সুষ্ঠু জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করে।

বৌদ্ধ ধর্মে নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বুদ্ধের ধর্মোপদেশে উচ্ছৃঙ্খলতার কোন স্থান নেই। সদাচার সামগ্রিক জীবনের ভিত্তিভূমি। বাসনাবিক্ষুব্ধ বন্ধুর জীবনভূমিতে মনের শান্ত সমাহিত ভাব—পরিশুদ্ধ জীবনচর্চার উপর নির্ভরশীল। বিশ্বজগৎ নিয়ম শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত। অনিয়ম ও উচ্ছৃখলভাবে কোন বস্তু থাকতে পারে না। অসংযম, অমিতব্যয়িতা, প্রমত্ততা, দুঃশীলতা প্রভৃতি উন্নতির পরিপন্থী। নৈতিক জীবন পঙ্গু হলে সে ব্যক্তির কোন মূল্য নেই।

তথাগত বুদ্ধ জনগণের চরিত্র বিশুদ্ধির জন্য যে সমস্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ করেছেন সেগুলো শীল নামে অভিহিত। 'শীল' শব্দের সাধারণ অর্থ চরিত্র হলেও বৌদ্ধ পরিভাষায় এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। প্রাণিহত্যা প্রভৃতি থেকে বিরতি এবং গুরুসেবাদি ব্রত পরিপূর্ণকারীর চেতনাকে শীল বলা হয়। কায়, বাক্য ও মনের সমাধান (মীমাংসা) ও উপধারণই (সংযম) হচ্ছে শীল। শিরচ্ছিন্ন হলে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন কোন কাজে লাগে না এবং সমস্ত গুণ অকেজো হয়ে যায়, তদ্ধেতু 'উত্তমাঙ্গ' অর্থেও শীল কথিত হয়।

দেহ-মনের পরিদাহ নির্বাপিত করে শীতল হয় বলে এর নাম শীল। সৎকর্ম-কায়িক, বাচনিক ও মানসিক বিশৃঙ্খলতা দূর করে ইন্দ্রিয়নিচয়কে সুদান্ত-সংযত করে বলে শীলের অপরার্থ দমগুণ। আচার্য বুদ্ধঘোষ অভ্যাসগত ও অনুশীলনার্থে শীল শব্দের প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তিনি সমাধান-এর ব্যাখ্যা করেছেন—সদাচারজনিত অবিক্ষিপ্ত দৈহিক ক্রিয়া। উপধারণ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন— কুশলধর্মের সুস্থিতির প্রভাবে আধারভাবই উপধারণ।[১] অর্থাৎ কুশলধর্মসমূহের পুনঃপুনঃ সহজাত উৎপত্তি হল উপধারণ।

শৃঙ্খলা, অনুশীলন, বিরতি ইত্যাদি চেতনা হিসেবে শীল বিভিন্নভাবে প্রদর্শিত হলেও এর বৈশিষ্ট্য কিন্তু সর্বত্র বিরাজমান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, রূপ বহু প্রকার— নীল, হলুদ, হ্রস্ব, দীর্ঘ ইত্যাদি আকার এবং বর্ণরূপে বহুপ্রকার হলেও একটি বৈশিষ্ট্য তাতে বিদ্যমান— পরিদৃশ্যমানতা। তদ্রূপ, শীল বহু প্রকার হলেও একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য-শৃঙ্খলা বিদ্যমান। কায়, বাক্ ও মনোময় কর্মের মাধ্যমে শীল প্রতিপালন করতে হয়। ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনকে একর্মপ্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। শীল দুঃশীলতাকে বিনষ্ট করে এবং ব্যক্তিকে নিরীহ করে রাখে। সুতরাং অভাববোধক এবং স্বভাববোধক—এ দু'ভাবে এর কৃত্য সম্পন্ন হয়। শীলের আকৃতি, প্রকৃতি বা উপস্থাপন হচ্ছে শুচিতা। আকৃতি প্রকৃতি দেখেই কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে জানতে পারা যায়। এরূপে বিশুদ্ধির প্রকৃতি দেখেই লোকটি শীলবান বা চরিত্রবান তা অবগত হওয়া যায়। শীল বিশুদ্ধি তিনভাগে বিভক্ত: কায় কর্মবিশুদ্ধি, বাচনিক কর্মবিশুদ্ধি ও মনোকর্ম বিশুদ্ধি।[২] শীল অনুশীলনের প্রত্যক্ষকরণ হচ্ছে লজ্জা ও বিবেক (ভয়)। এ দুটি শর্ত বিশ্বে আইন-শৃঙ্খলা বিধান করে আসছে লোকপালক ধর্ম হিসেবে। মিলিন্দ প্রশ্নে শীলের লক্ষণ নির্ধারণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে :

> সমস্ত কুশলধর্মের (সৎকর্মের) প্রতিষ্ঠাই শীলের লক্ষণ। পৃথিবীকেআশ্রয় করে বীজ গাছপালা যেমন তার বৃদ্ধি, বিপুলতা ওবিস্তার লাভ করে, সেই প্রকারে সাধক শীলকে আশ্রয় করে, শীলের উপর ভিত্তি করে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা -এ পঞ্চেন্দ্রিয়ের বৃদ্ধি করেন। এতে সর্ববিধ কুশলধর্ম পরিহীন হয় না।[৩] নগর শিল্পী, নগর নির্মাণ মানসে প্রথম স্থান পরিষ্কারকরায়, কন্টকাদি অপসারণ এবং ভূমি সমতল করায়; তৎপর চৌরাস্তার নকসা ঠিক করে নগর নির্মাণ করে; সেরূপ সাধক শীলকে আশ্রয় করে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভাবনা করেন।[৪]

পালি ত্রিপিটকের এক–তৃতীয়াংশ জুড়ে বিনয়বিধির আলোচনা স্থান পেয়েছে। নিয়মানুবর্তিতাই হচ্ছে বিনয় পিটকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ পিটকে বর্ণিত নিয়মগুলো ভিক্ষুদের জন্য বিধিবদ্ধ হলেও অধিকাংশ শীল গৃহীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ শীলসমূহ অনুশীলনে আমিত্বভাব (I-ness) তিরোহিত হয়, বিরাগ উৎপন্ন হয়; মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের ফলে ভিক্ষুর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকলে আচার–ব্যবহার, আহার–বিহার প্রভৃতি নিয়ে সংঘের মধ্যে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। যথোচিত নিয়মের মধ্যে এনে সংঘকে সংযত ও সৎপথে পরিচালিত করবার জন্য বুদ্ধ ভিক্ষুগণের শীলবিষয়ক শিক্ষার বিধান করেছেন। তাঁর কাছে ভিক্ষুর কোন অসদাচরণের সংবাদ এলে তিনি তখন নিয়ম বিধিবদ্ধ করতেন যাতে ভবিষ্যতে অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। এভাবে নতুন নিয়ম ও ঘটনার সংযোজনে বিনয় গড়ে উঠে। শীল সম্পর্কিত এ সমস্ত নিয়ম–কানুন, বিধিনিষেধ পরবর্তীকালে বিনয় পিটকের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ নিয়মসমূহ ভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনযাপন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য একান্ত অপরিহার্য। সমগ্র বিনয় পিটকের উপর ভিত্তি করে পাতিমোক্‌খ গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে। বস্তুত এ গ্রন্থকে বিনয় পিটকের সারবস্তু মনে করা হয়। পাতিমোক্‌খ বৌদ্ধ সংঘের দণ্ডবিধি বা Penal code স্বরূপ।[৫] এরূপ একখানি গ্রন্থ শুধু পালি সাহিত্যে নয়, আইন বা নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে যত পুস্তক আছে তার মধ্যে এর স্থান অগ্রগণ্য।[৬]

পাতিমোক্‌খ–এ ভিক্ষুদের পালনীয় ২২৭টি বিধান আছে। প্রথম চারটি পারাজিকা দিয়ে এ গ্রন্থের সূচনা হয়। 'পারাজিকা' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'পরাজয়', 'ধর্ম হতে চ্যুত—বর্জিত, অপসারিত।' সুতরাং পারাজিকা এমন এক প্রকার অপরাধ যা প্রাপ্ত হলে সেই ভিক্ষু সংঘের মধ্যে আর অবস্থান করতে পারে না। সেই চারটি অপরাধ হচ্ছে মৈথুন সেবন, পরদ্রব্য চুরি, নরহত্যা বা নরহত্যার চক্রান্ত এবং লোকোত্তর (উচ্চতর) জ্ঞান লাভ না করে জনসাধারণের নিকট মিথ্যা প্রচার করা। এ চারটি পারাজিকা গৃহীদের নিত্য প্রতিপাল্য পঞ্চশীলের প্রাণিহত্যা, চুরি, মিথ্যাকথা ও পরদার লঙ্ঘনের সাথে তুলনীয়। অন্যান্য বিধিসমূহ শীল ভঙ্গজনিত নৈতিক আচরণ সম্পর্কীয় দোষের অন্তর্গত। এ বিধিগুলোর অধিকাংশ যে কোন মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের সহায়ক। এ কারণে, বুদ্ধ সাধারণ গৃহীদের জন্য আলাদা বিনয় দেশনা করার প্রয়োজন মনে করেননি।

জন ক্লিফোর্ড হল্ট যথার্থই বলেছেন

We must understand that the real protegonist of Vinaya literature is not the Buddha but the disciplined life he advocates. The Buddha's judgements represent interpretative applications of this norm upon which disciplibe is built.[৮]

শীলের বিভাগ ব্যাপক। শীল মূলত এক প্রকার। যেহেতু এগুলো আত্ম-সংগঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আবার শীলের বিশ্লেষণে দেখা যায় অভ্যাসই তার প্রকৃতি। এ প্রকৃতি-চারিত্র ও বারিত্র নামে দুটি ভাগ দেখানো হয়েছে। যা করণীয় বা কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত তা চারিত্র। যা অকরণীয় বা নিষেধাজ্ঞার পর্যায়ে পড়ে তা বারিত্র শীল।[৯] শীলসমূহ পরিপূরণে প্রবর্তিত হয় বলে চারিত্র। যেমন, সৎকর্ম সম্পাদন কর। স্বীয় চিত্তকে পরিশুদ্ধ রাখ। বারিত বা নিষিদ্ধ করে এ অর্থে বারিত্র। যেমন, চুরি করবে না। মিথ্যা বলবে না। পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল প্রভৃতি এ নৈতিক বিধিনিষেধের অন্তর্গত। নৈতিকতার দুটি দিক আছে-একটি নঞর্থক (negative); অপরটি সদর্থক[১০] (positive)। চারিত্র শীল ছাড়া বারিত্র শীলের পূর্ণতা হয় না।

শীলকে হীন, মধ্যম এবং উত্তম হিসেবেও বিভাগ করা হয়। নাম, যশ, প্রতিপত্তির জন্য গৃহীত শীলকে হীন বলা হয়ে থাকে। এতে ব্যক্তি আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দায় ক্লিষ্ট হয়ে থাকে। পুণ্যফলের আশায় কিংবা আত্মমুক্তির জন্য যে শীল পালন করা হয় তা মধ্যম শীল নামে অভিহিত। সমগ্র বিশ্বের প্রতি করুণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিষ্কামভাবে যে শীল রক্ষা করা হয় তাকে উত্তম শীল বলে। এটাই অমলিন লোকোত্তর শীল যার ভেতর প্রজ্ঞাসাধনা নিহিত থাকে এবং মার্গফল লাভে সহায়ক হয়। প্রথম দুটিতে যেহেতু আশ্রব সম্পৃক্ত থাকে, সেহেতু তা লোকীয় এবং শেষোক্ত অনাশ্রব শীলই লোকোত্তর—ভবমুক্তির উপাদান স্বরূপ।

অবনতি, স্থিতি ইত্যাদি ভেদে শীল চার প্রকার। যে অজ্ঞ ব্যক্তি অসৎলোকের সঙ্গ করে, সৎপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করে না, নিয়ম ভঙ্গ করলে নিজের দোষ দেখতে পায় না এবং মিথ্যা সংকল্পের অনুবর্তী হয়ে ইন্দ্রিয় দমন করে না—সেই ব্যক্তির শীলের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। অন্যদিকে, যে শীলবান ব্যক্তি ভাবনায় রত হন, ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হবার জন্য সতত উদ্যোগী হন, সেই ব্যক্তির শীল হয় নির্বাণপ্রবণ।

প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ এবং মাদকদ্রব্য সেবন–এ পাঁচ প্রকার অসদাচরণ থেকে বিরত হয়ে সদভাবে থাকাই পঞ্চশীল।[১১] একে গৃহশীলও বলা হয়। বুদ্ধ প্রত্যেক বৌদ্ধকে এ পঞ্চশীল সর্বদা পালন করবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। প্রাণিহত্যা বৌদ্ধ ধর্মে নিষিদ্ধ। প্রাণীকে হত্যা করা, আঘাত করা—এটা একটি নৈতিক অপরাধ। ধম্মপদ গ্রন্থে বলা হয়েছে:

প্রাণিমাত্রই দণ্ডকে ভয় করে, মৃত্যুর ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত।
জীবন সকলের প্রিয়। সুতরাং নিজের সাথে তুলনা করে
কাউকে প্রহার করবে না কিংবা আঘাত করবে না।[১২]

শুধু প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকলে হয় না, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কারো ক্ষতিসাধন না করাই প্রথম শীলের মূল লক্ষ্য। জীবে দয়া হচ্ছে করুণার যথার্থ সংজ্ঞা। প্রাণিহত্যার পালি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'পাণাতিপাতো।' 'পাণো' শব্দের অর্থ প্রাণী অর্থাৎ এখানে জীবনীশক্তি বোঝায়। অতিপাতো অর্থ অকালে পতন, আয়ুষ্কাল পূর্ণ হতে না দিয়ে অকালে জীবনীশক্তির ধ্বংসসাধনই 'পাণাতিপাতো' বা প্রাণিহত্যা। যিনি জীবজগতের প্রতি সর্বদা অপরিসীম মৈত্রী ও করুণায় অনুপ্রাণিত থাকেন তাঁর পক্ষে প্রাণিহত্যা অসম্ভব।[১৩]

চুরি করা থেকে বিরত থাকা, এটা শুধু ধর্মীয় বিধি নয়, সামাজিক অপরাধও বটে। চুরি শব্দটা পালিতে 'অদিন্ন' হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'অদিন্ন' শব্দের বাংলা হচ্ছে 'যা দেওয়া হয়নি'। দাতার স্বার্থত্যাগ এবং গ্রহীতার আনন্দবর্ধন–এ দুয়ের সমন্বয় সাধনই এ শীলের গুরুত্ব নির্দেশ করে। দ্বিতীয় শীলের পাঁচটি অঙ্গ রয়েছে: পরের দ্রব্য, পরের দ্রব্য বলে জানা, চুরি করার চিত্ত, সেই চিত্তে চেষ্টা এবং দ্রব্যটি স্থান চ্যুত করা।

তৃতীয় শীল–'কামেসু মিচ্ছাচারা' বলতে কামে অবৈধাচার, মিথ্যাচার, পরদার, অনাচার প্রভৃতি বোঝায়। এ শীলে যৌনবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতে বলা হয়নি–জোর দেওয়া হয়েছে সৎভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করার উপর। ব্যভিচার, স্ত্রী–পুরুষের অবৈধ যৌন সম্পর্ক কিংবা গর্হিত আচরণ অর্থে গৃহীত হয়। পরস্ত্রীকে মাতৃসম এবং কুমারীদের ভগিনীর মতো ভাবতে হয়।[১৪] চরিত্রবান ব্যক্তি শঙ্কা ও কৌতূহলশূন্য হয়ে সুখবিহারী হন। চতুর্থ শীলে 'মুসাবাদা' বা মিথ্যাকথন থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অপ্রিয় কথা, অশ্লীল বাক্য, কটু কথা, অসার আলাপ, পরদুষণ–মিথ্যা বাক্যের অন্তর্গত। দেখেও দেখি না, শুনেও

শুনি না, জেনেও জানি না কিংবা না দেখে দেখেছি, না জেনে জেনেছি- না শুনে শুনেছি— এ বাক্যগুলোও মিথ্যায় আশ্রিত। প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে সত্যগোপন করা ও মৌন থাকা মিথ্যাবাক্যের মধ্যে পরিগণিত। এ শীলের চারটি অঙ্গ হচ্ছে—বক্তব্য বিষয় মিথ্যা হওয়া, ঠকাবার ইচ্ছা, সেই ইচ্ছায় বাক্যপ্রয়োগ, যাকে বলা হয় সে জানা।

সত্যভাষণ এবং সত্যলাভের ঐকান্তিক চেষ্টার দ্বারা মিথ্যাবাক্য সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়। সত্যের উপর জগতের শান্তি নির্ভর করে। সত্যের মধ্যে আর্যসত্য শ্রেষ্ঠ এবং এটাই প্রকৃত জ্ঞান। আর্যসত্য অবগত হলে সকল প্রকার মিথ্যা বিদূরিত হয়।

পঞ্চম শীল–'সুরা মেরেয় মজ্জ'–সুরা থেকে যে মত্ততা জন্মে এবং 'পমাদটঠ্না'– যে চেতনার দ্বারা ঐ মাদকদ্রব্য সেবন করা হয়, সেই চেতনাই প্রমাদের কারণ হয়। মদ্যপান–আসক্তি থেকে ছয় প্রকার অনিষ্টসাধন হয়— প্রত্যক্ষ ধননাশ, কলহবৃদ্ধি, বিবিধ রোগের উৎপত্তি, নিন্দাপ্রচার, বুদ্ধিনাশ ও উলঙ্গ অবস্থা।[১৫] পঞ্চশীলের মধ্যে পঞ্চম শীলটিই সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ বলে বিবেচিত হয়েছে। কেননা, এতে মার্গফল লাভের বা জীবনমুক্তির অন্তরায় হয়। মন অপবিত্র হলে সব সাধনা, সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। মদ্যপায়ী ব্যক্তি হয় উন্মত্ত, পাগলবিশেষ– হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

ব্যক্তিজীবনকে সুন্দর ও সুখী করতে হলে পঞ্চশীলের অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্রতার প্রতিরাধে এর চেয়ে মহৌষধি আর নেই। এ নৈতিক শিক্ষায় সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির জীবনে স্বতই সংযমের পূর্ণতা আসে এবং মন পবিত্র হয়। ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল মনে সৎচেতনার উদয় হয় না, পশুভাবই মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।তার পরিণতি হয় শোচনীয়।

উত্তরোত্তর চারিত্রিক উৎকর্ষতার জন্য ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে গৃহীদের অষ্টশীল ও দশশীল পালনের বিধান আছে। গৃহাস্থাশ্রম ত্যাগ করে যারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তাদের জন্য দশশীল অনুপসম্পন্ন শীল নামে বিবেচিত হয়। ভিক্ষুদের জন্য বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রণালীকে ভিক্ষুশীল বলা হয়। পাতিমোক্খ–এ উল্লিখিত শীলসমূহ ছাড়াও ভিক্ষুদের আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির উৎকর্ষসাধনে আরো শীল অনুশীলনের পদ্ধতি রয়েছে। এ শীলসমূহের শ্রেণীবিন্যাস বিদর্শন জ্ঞানই শিক্ষা দেয়। উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, পরিশুদ্ধ জীবন–প্রণালীই শীল। নৈতিক শিক্ষা 'শীল' এবং উপাসনা পদ্ধতি 'ধর্ম'–এ দুয়ের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই:

> ধর্ম অর্থেও জীবনযাত্রার প্রণালী বোঝায়—নিজে বাঁচা এবং অপরকে সুখে বাঁচতে দেয়ার পন্থা। নির্মল চিত্তের ব্যবহারই ধর্ম। যে উপদেশ মনের বিকারসমূহ থেকে মুক্ত থাকার উপায় শিক্ষা দেয়, সেটাই জীবন যাপনের যথার্থ উপায়-সেটাই ধর্ম। যে অভ্যাসের দ্বারা নিজের কর্মসমূহের প্রতি সতর্ক প্রহরা এবং সাবধানতা গড়ে উঠে তাই ধর্মের অভ্যাস। যে বিধির দ্বারা নিজের কর্মসমূহের শোধনকারী চিত্তবিশুদ্ধি আসে, তাই ধর্মবিধি। আত্মহিত এবং পরহিত সাধন করার কর্মই ধর্ম। আত্মোদয় ও সর্বোদয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ সুস্থ জীবনই ধর্ম।[১৬]

পালি ত্রিপিটকের অনুশাসনসমূহকে ধর্ম হিসেবে প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। অপরদিকে, গ্রন্থ হিসেবে বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম নিয়ে ত্রিপিটক সংকলিত হয়েছে। নৈতিক আচার-আচরণ বিধির বিশ্লেষণ বিনয় পিটকে, সাধন পদ্ধতির প্রণালী সূত্র পিটকে (ধর্ম), ধর্মের গভীর তত্ত্বের ব্যাখ্যা অভিধর্ম পিটকে স্থান পেয়েছে। বুদ্ধের ধর্মকে একটিমাত্র গাথা বা শ্লোকে প্রকাশ করা যায়:

> সর্বপ্রকার পাপ থেকে বিরতি (শীল), কুশল ধর্মের (সৎকর্মের) পরিপূর্ণতা (প্রজ্ঞা) এবং স্বীয় চিত্তের পবিত্রতা সাধন (সমাধি) -এটাই বুদ্ধের অনুশাসন।[১৭]

উপরোক্ত অনুশাসনই মধ্যপথ বা আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে অভিহিত। আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের অঙ্গসমূহকে বিভাগ করলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়:

ক. প্রজ্ঞা— সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প,

খ. শীল— সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা,

গ. সমাধি— সম্যক প্রচেষ্টা (উদ্যম), সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

ক. প্রজ্ঞা : ১. সম্যক দৃষ্টি-কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ভাল-মন্দ কর্মের যথার্থ জ্ঞানকে সম্যক দৃষ্টি বলা হয়। ভাল-মন্দ বলতে এ প্রকার: হিংসা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ (কায়িক); চুকলি (লাগানো কথা), কটু বাক্য, বৃথা বাক্য (বাচনিক), লোভ, প্রতিহিংসা, দ্বেষ, ভ্রান্ত ধারণা (মানসিক) বোঝায়। অভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে চার আর্যসত্য,[১৮] কার্যকারণতত্ত্ব[১৯] ও ত্রিলক্ষণাত্মক জগত[২০] এর যথার্থ অভিজ্ঞতা।

২. সম্যক সঙ্কল্প—রাগ, হিংসা ও প্রতিহিংসাবিহীন সঙ্কল্পই সম্যক সঙ্কল্প।

খ. শীল : ৩. সম্যক বাক্য-মিথ্যা, চুকলি, কটুভাষণ ও বৃথাবাক্য থেকে বিরত হয়ে সত্য, প্রিয়, মিষ্ট ও অর্থ পূর্ণ বাক্যকথন।

৪. সম্যক কর্ম—হিংসা, চুরি, ব্যভিচার রহিত ভাল কর্ম।

৫. সম্যক জীবিকা—মিথ্যাজীবিকা পরিহার করে সৎজীবিকা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। বুদ্ধ অস্ত্র, প্রাণী, মাংস, নেশা ও বিষ-এ পঞ্চ বাণিজ্যকে মিথ্যাজীবিকা বলেছেন।

৬. সম্যক স্মৃতি—কায়, বেদনা, চিত্ত ও মানসিক ধর্মসমূহের প্রকৃত স্মৃতি করা অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ[২১] বা কায় ও মনের উৎপত্তি ও বিলয় সম্পর্কে সদা জাগ্রত থাকা। এতে দেহের ক্ষণভঙ্গুরতায় জ্ঞান উৎপন্ন হয় ও মনের মালিন্য দূরীভূত হয়।

গ. সমাধি : ৭. সম্যক প্রচেষ্টা—ইন্দ্রিয় সংযম, কুচিন্তা ত্যাগ করে সুচিন্তার উৎপাদন, উৎপন্ন সৎচিন্তার স্থিতি ও বৃদ্ধির প্রচেষ্টাই সম্যক প্রচেষ্টা বা প্রযত্ন। অসৎ কর্মের বিনাশ এবং সৎকর্মের পরিবর্ধন এর কৃত্য। সৎ প্রচেষ্টা দ্বারা মানসিক বীর্য বা মনোবল বৃদ্ধি পায়।

৮. সম্যক সমাধি—চিত্তের যথার্থ একাগ্রতাকে সমাধি বলা হয়। এতে মনের বিক্ষেপ বা চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হয়ে স্থির স্বভাব প্রাপ্ত হয়। সম্যক দৃষ্টি থেকে সম্যক স্মৃতি—এ সপ্ত অঙ্গসমন্বিত চিত্তের একাগ্রতা আসে এবং চতুর্বিধ ধ্যান করে সাধক লোকোত্তর মার্গে উন্নীত হন।

নৈতিক জীবনের উৎকর্ষতা অর্থাৎ শীলগুণ—সমাধি ও প্রজ্ঞার মধ্যে নিহিত রয়েছে। প্রকৃপক্ষে, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রত্যেক অঙ্গ জুড়ে শীল-বিশুদ্ধিতা বিদ্যমান। শীল হচ্ছে নির্বাণ লাভের ভিত্তি এবং আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গই সাধনভূমি। এ প্রসঙ্গে মিসেস রীচ ডেভিডস-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> It has now and again been put forward that Buddhism is neither a religion nor Philosophy but only a system of morals or ethics, in so far as it contains anything beyond mere negation.[২২]

মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে আলোচিত রাজা মিলিন্দ ও ভিক্ষু নাগসেনের প্রশ্নোত্তরে শীলকে নির্বাণ -এর অবস্থানরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে:

> ভন্তে, নির্বাণের অবস্থিতির স্থান না থাকুক, এমন স্থান আছে কি যাতে স্থিত হয়ে সৎপথে পরিচালিত যোগী নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে পারেন? হ্যাঁ, মহারাজ, সেই স্থান আছে। ভন্তে, সেই স্থান কি? শীলই সেই স্থান। ...... শীলে প্রতিষ্ঠিত, সৎপথে পরিচালিত যোগী জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।[২৩]

সৎকর্মের জন্য চাই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার মন। আমরা যখন লোভ, দ্বেষ ও মোহে ডুবে থাকি, তখন মন মালিন্যে আচ্ছাদিত হয়। প্রদুষ্ট মন নিজেকে বিপথগামী করে, নিজে দুঃখ পায় এবং অন্যদেরকেও দুঃখ দেয়। ধম্মপদ গ্রন্থের প্রথম দুটি গাথায় চিত্তবৃত্তি সম্পর্কে সুন্দর ধারণা দেয়া হয়েছে:

> মন ধর্মসমূহের পূর্বগামী, প্রধান এবং মনোময়। যদি কেউ দোষযুক্ত মনে কোন কথা বলে কিংবা কাজ করে, তবে শকটবাহীর পদানুগামী চাকার ন্যায় দুঃখ তার অনুসরণ করে।[২৪]

অপরদিকে,

> মন ধর্মসমূহের অগ্রণী, প্রধান এবং মনের দ্বারা গঠিত। যদি কেউ প্রসন্ন মনে কোন কথা বলে কিংবা কাজ করে তবে অবিচ্ছন্ন ছায়ার ন্যায় সুখ তার অনুগামী হয়।[২৫]

চিত্তবৃত্তির উপর যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার প্রয়োজন তা শীল ব্যতীত সম্ভব নয়। কাম, দ্বেষ, তন্দ্রা, গর্ব ও মোহ—এ পঞ্চবিধ নীবরণ বা প্রতিবন্ধক চিত্তের প্রসন্নতাকে নষ্ট করে। প্রতিবন্ধক দূর হলেই চিত্ত স্বচ্ছ, অনাবিল ও প্রসন্ন হয়। শঙ্খ, শৈবাল, পানা, কাদা প্রভৃতি বিগত হলে জল নির্মল হয়, সেরূপ চিত্ত। বস্তুত চারিত্রিক শুদ্ধতাই ধর্মচর্চার ভিত্তি। চরিত্র সুন্দর না হলে আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ হয় না। এক কথায়, বুদ্ধশাসনে শীলহীন দুশ্চরিত্রের স্থান নেই। নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলা বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা।

ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ রচিত 'বিসুদ্ধি মগ্‌গ' গ্রন্থটি ত্রিপিটক বহির্ভূত পালি সাহিত্যের একটি অনবদ্য অবদান। এটিই একমাত্র গ্রন্থ যার ভেতর বৌদ্ধ ধর্মের সারমর্ম নিহিত। যে শ্লোক অবলম্বনে বিসুদ্ধি মগ্‌গ রচিত হয়, সেই শ্লোকটির অনুবাদ নিম্নরূপ :

> শীলে প্রতিষ্ঠিত প্রাজ্ঞ ভিক্ষু বিদর্শন ভাবনায় রত হয়ে বীর্য বলে প্রজ্ঞা আয়ত্ত করেন বা ভাবনালব্ধ জ্ঞানের গভীরে মগ্ন হন। তিনিই তৃষ্ণার জটাজাল ছিন্ন করেন।[২৬]

বস্তুত এ শ্লোকটি দেবতা কর্তৃক বুদ্ধের নিকট উত্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তর। তথাগত বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হয়:

> জগতের জীবগণ অন্তরে বাইরে তৃষ্ণা বা আসক্তির জটাজালে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হে গৌতম, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি–কে এ জটাজাল ছিন্ন করেন?[২৭]

এটি হালকা মনের সহজ প্রশ্ন নয়। অর্থ, ফল, মান— এক কথায় পার্থিব সমৃদ্ধি যাঁর জীবনের লক্ষ্য এবং যিনি বাইরের রূপে, রসে আসক্ত, তাঁর কাছে এ প্রশ্ন নিগূঢ়। বাঁশ যেমন নিজের কঞ্চির জটে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়, তেমনি এ জীবজগৎ আপনার তৃষ্ণার জটাজালে জড়িয়ে আছে ভেতরে বাইরে। সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়, অনুরক্ত হয়। তাতে আবদ্ধ জীব জন্ম–মৃত্যুর আবর্তে নিয়ত ঘুরপাক খায়। অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে তাঁর জীবনের দিনগুলো ফুরিয়ে যায়। জরা, ব্যাধি, শোক, পরিতাপ, মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখরাশিতে পতিত হয়। এ দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা—কে এ জটাজাল ছিন্ন করেন? সংক্ষেপে তার মর্মার্থ হল—সাধক শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাধির মাধ্যমে প্রজ্ঞা লাভ করেন। তিনিই নিজের তৃষ্ণাজাল ছিন্ন করেন। এ উক্তির মধ্যে রয়েছে বুদ্ধের ত্রিবিধ শিক্ষা—শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা।

শীল হচ্ছে আদি কল্যাণ অর্থাৎ সর্বপ্রকার পাপক্রিয়া বর্জন। কায়, বাক্য ও মন—এ ত্রিবিধ দ্বারে পাপকাজ সম্পন্ন হয়। যা করতে মন কলুষিত হয়, হিংসা জন্মে, লোভ–দ্বেষ–মোহে আচ্ছাদিত হয় তা–ই পাপক্রিয়া। জৈব প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষকে পাপের দিকে চালিত করে। সামাজিক নিয়মে, রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগে, পাপকর্ম দমনে যে প্রচেষ্টা দেখা যায়, তা মৌন বিধানমাত্র। সমাজ জীবনকে পরিচ্ছন্ন রাখাই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু শীলের লক্ষণ হচ্ছে পাপের পঙ্কিল পথ পরিহার করে চরিত্র শুদ্ধ ও সুন্দর করা। সৎজীবনের বিকাশে কল্যাণ লাভের পথে শীল বা চারিত্রিক শুদ্ধতা অপরিহার্য। শীল পালনে মন যখন শুদ্ধ ও পবিত্র হয় তখন এতাদৃশ মন সমাধির (সমাহিত ভাব) সম্পূর্ণ অনুকূল হয়। চিত্তের একাগ্রতা ইন্দ্রিয়–গুলোকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে। এ ক্ষেত্রে চিত্ত বা মন বলতে নিষ্কাম, শান্ত, ধ্যান–চিত্তকে বোঝায়, যা অন্তরে বিরাট পরিবর্তন অনুভূত হয়। এ

পরিবর্তনই প্রজ্ঞার উত্তরণে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সাধনচর্চার ফলে উত্তরোত্তর সাফল্য লাভে একটির পর একটি উন্নত স্তর অতিক্রম করে। এজন্য সমাধিকে মধ্যকল্যাণ বলা হয়।

চিত্তের পরিশোধন মানে লোভ, দ্বেষ ও মোহের মূলোৎপাটনে চিত্তকে ক্লেশশূন্য করা। তা সুসম্পন্ন করতে হয় প্রজ্ঞার অনুশীলনে শীল বিশুদ্ধি প্রভৃতি সপ্ত বিশুদ্ধির[২৮] মাধ্যমে। প্রজ্ঞানুশীলন শেষ সীমায় উপনীত হলে অর্হত্বফল লাভ হয়। তখন অন্তরের কোথাও অন্ধকারের লেশমাত্র অবশেষ থাকে না। বন্ধনহীন—এ অবস্থার নামই জীবনের শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধি, পরম বিমুক্তি। এটাই প্রজ্ঞাসাধনা বা অন্তিম কল্যাণ।

মানুষের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক—এ ত্রিবিধ আচরণ শুদ্ধ হলেই চরিত্র সম্যক বা পরিপূর্ণ হয়। ধর্মের তিনটি অঙ্গ হচ্ছে পরিয়ত্তি, পটিয়ত্তি এবং পটিবৈধ। পরিয়ত্তি অর্থ হচ্ছে ধর্মজ্ঞানে নিপুণতা, পটিপত্তি অর্থ ধর্মপন্থার প্রতিপাদন বা বাস্তব জীবনের ব্যবহারে ধর্মকে কাজে লাগানো, পটিবৈধ হচ্ছে মার্গ বা পথের অনুশীলনে রত থেকে সমস্ত বাঁধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে ধর্মের শেষ লক্ষ্যকে লাভ করা। সুতরাং ধর্ম জ্ঞানে নয়; আচরণের মধ্যেই নিহিত। সদাচরণই হচ্ছে চারিত্রিক শুদ্ধতা। আর সেই শীলই হচ্ছে আদর্শ জীবনশৈলী যার মাধ্যমে নৈতিক জীবনবোধের পূর্ণতা লাভ হয়। •

তথ্যনির্দেশ

১. Henry W. Clerk (ed): *Visuddhimagga* (P.T.S.: London, 1950), P 7

২. Richard Marris (ed): *Anguttara Nikaya,* Vol. I (P. T. S; London, 1960), p 271

৩. ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মিলিন্দ প্রশ্ন* (কলিকাতা, ১৯৭৭), পৃ ৩৪-৩৫

৪. ঐ, পৃ ৩৫

৫. বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস* (কলিকাতা, ১৩৭৮ সাল), পৃ ২৫

৬. রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (ঢাকা, ১৯৮০), পৃ ৩৮

৭. শ্রী বংশৎদীপ মহাস্থবির সম্পাদিত ও অনূদিত: *প্রাতিমোক্ষ* (কলিকাতা, ১৯৩৭), পৃ ৭–৯

৮. John Cliford Holt, Discipline: *The Canonical Buddhism of the Vinaya Pitaka* (Delhi, 1981), P 52

৯. H. Hardy (ed): *Anguttara Nikaya*, Vol. III (P. T. S; London, 1956), PP 14-15

১০. নীরু কুমার চাকমা, বুদ্ধ: *তাঁর ধর্ম ও দর্শন* (ঢাকা, ১৯৯০), পৃ ৯৬

১১. ক পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

খ অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

গ কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমনী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

ঘ মুসাবাদা বেরমনী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

ঙ সুরামেয়ে মজ্জপমাদট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

১২. *ধম্মপদ* –১০/২

সব্বে তসন্তি দণ্ডস্‌স সব্বেসং জীবিতং পিযং,

অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে।

১৩. শ্রী জ্যোতিপাল ভিক্ষু, *পঞ্চশীল* (রেঙ্গুন, ১৯৩২), পৃ ৮

১৪. বেণী মাধব বড়ুয়া অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, ১ম খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৪০), পৃ ৩১৩

১৫. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীঘ নিকায়, ৩য় খণ্ড (কলিকাতা, ১৩৬১ সন), পৃ ১৬০

১৬. ড. সুকোমল চৌধুরী অনূদিত ও শ্রী সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা কৃত *মনুষ্যত্ব বিকাশে ধর্ম* (বাংলাদেশ সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৮), পৃ ২–৩

১৭. *ধম্মপদ* – ১৪/৫

সব্ব পাপস্‌স অকরণং, কুশলস্‌স উপসম্পদা,

সচিত্ত পরিয়োদপনং, এতং বুদ্ধানুসাসনং।

১৮. চার আর্যসত্য–বুদ্ধ জন্ম–জন্মান্তরের সাধনা দ্বারা যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তাকে আর্যসত্য বলা হয়। আর্যসত্য হচ্ছে চারটি : দুঃখ; দুঃখ সমদুয়, দুঃখ

নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায়। চতুর্থ আর্যসত্যই আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে অভিহিত।

১৯. কার্যকারণতত্ত্ব বা প্রতীত্যসমুৎপাদ হচ্ছে জগতের কার্যকারণ নির্ভরতার সাধারণ নিয়ম। এ নিয়মের উপর নির্ভর করেই জীব কিরূপে গত জীবন থেকে বর্তমান এবং বর্তমান জন্ম থেকে ভবিষ্যৎ জন্মগ্রহণ করে নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এ জন্মচক্রে ঘুরতে থাকে বুদ্ধ তা আবিষ্কার করেন। এ তত্ত্বের উপর নির্ভর করে তিনি জীবনরহস্য ও জগতরহস্য এবং দুঃখমুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। কার্যকারণতত্ত্বকে দ্বাদশ নিদানতত্ত্ব বলা হয়। যথা-অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি এবং জরা-মরণ ইত্যাদি।

২০. ত্রিলক্ষণ- বুদ্ধের মতে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম—এ ত্রিলক্ষণই হচ্ছে জগতের স্বরূপ।

২১. পঞ্চস্কন্ধ- পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে পঞ্চস্কন্ধ গঠিত। যথা-রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নি—এ চার মহাভূত হচ্ছে রূপের উপাদান। বিজ্ঞান হচ্ছে চেতনা বা মন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা ওদের চিন্তার সহযোগে সুখ-দুঃখ ইত্যাদি যে অনুভূতি উৎপন্ন হয় তা-ই বেদনা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অনুভূতির পর যে হুঁশ বা অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় তাকে সংজ্ঞা নামে আখ্যায়িত করা হয়। চিত্তপটে উৎপন্ন বস্তুনিচয়ের ছাপ বা মানসিক বৃত্তির যে অভিজ্ঞতা তাকে সংস্কার বলা হয়। উক্ত চার প্রকার- বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও রূপের সংস্পর্শে বিজ্ঞান (মন) উৎপন্ন হয়। বুদ্ধ এ পঞ্চস্কন্ধকে অনিত্য ও দুঃখময় বলেছেন।

২২. Mrs. Rhys Davids : *Buddhism : a study of the Buddhist Norm* (William & Nogate, London, 1966), P 144

২৩. ধর্মাধার মহাস্থবির, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫

২৪. ধম্মপদ-১/১

২৫. ঐ, ১/২

২৬. শ্রমণ পূর্ণানন্দ অনূদিত, *বিশুদ্ধি মার্গ* (কলিকাতা, ১৯৩৬), পৃ ১

২৭. ঐ, পৃ ২

২৮. সপ্ত বিশুদ্ধি–বুদ্ধের মতে, সর্বপ্রকার দোষ বর্জিত প্রজ্ঞা বিশুদ্ধিকে নির্বাণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞা বিশুদ্ধির পর্যায়গুলো সাতভাগে বিভক্ত: শীল বিশুদ্ধি, চিত্ত বিশুদ্ধি, দৃষ্টি বিশুদ্ধি, কঙ্খাবিতরণ বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি, প্রতিপদা জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি ও জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি। প্রজ্ঞাভাবনার মাধ্যমে সাধক প্রথমে লৌকিক এবং পরে লোকোত্তর জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়ে বিমুক্তিপ্রদ নৈর্বাণিক সুখ প্রাপ্ত হন।